মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

"মাদক বিষয়ে হই সচেতন,
বাঁচাই প্রজন্ম, বাঁচাই জীবন।"

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

পটভূমি : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রি:-এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

ক্রমবিকাশ :

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন করা হয়;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন করা হয়;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন করা হয়;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন করা হয়;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি করা হয়;

১৯৯০: ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়;

১৯৯১: ৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

২০১৮: বর্তমান সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নতুন আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয় যা ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৯: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯" প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রবিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২১: সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১" প্রণয়ন করা হয়েছে যা ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

কার্যাবলি (Functions):

১. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
২. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;
৩. মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম তৈরি ও প্রদর্শন;
৪. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার সম্প্রসারণ;
৫. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৭. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
৮. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
৯. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
১০. বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
১১. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

১২. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

১৩. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৪. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং

১৫. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান ।

জনবল (সর্বশেষ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী) :

ক্রম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	১ম-৯ম	৩০৮	১১৪	১৯৪
২	১০ম	২৯৭	১৬১	১৩৬
৩	১১তম-১৬তম	২১৪৩	৯৫৬	১১৮৭
৪	১৭তম-২০তম	৩১১	১০০	২১১
	মোট =	৩০৫৯	১৩৩১	১৭২৮

মাঠ পর্যায়ের অফিস :

অফিসের নাম	২০১৫ সালের সাংগঠনিক কাঠামো	২০১৯ সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা কার্যালয়	৬৪টি জেলায় (১৩টি জেলায় অফিস প্রধান উপপরিচালক এবং ৫১টি জেলায় সহকারী পরিচালক)	৬৪টি জেলায় উপপরিচালক অফিস প্রধান
মেট্রো কার্যালয়	২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)	৪টি (ঢাকা-২ ও চট্টগ্রাম-২)
বিভাগীয় কার্যালয়	৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট)	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়	৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট)	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	-	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১টি (৪০ বেড)	১টি (১২৪ বেড)
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৪টি	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি	২টি
স্থলবন্দর	১টি	১টি
বিমানবন্দর	১টি	২টি

বর্তমান সকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২১ এর তুলনামূলক চিত্র) :

ক্রম	বিবরণ	২০০৯ খ্রিস্টাব্দ	২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১.	জনবল বৃদ্ধি	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রি অপ্রতুল	• যানবাহন- ১০২টি • কম্পিউটার- ৩৬৮টি • ল্যাপটপ-১৭টি

			• ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন- ১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-০৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহকে অনলাইনে প্রদানসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। • "I Dreamt it" নামক চলমান প্রকল্পের মধ্যমে ৩৭টি সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯টি	১০৬টি (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	• এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৮৩৮ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	মাদকবিরোধী প্রচারণা		

মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	১০৪,৪৫০টি	---
লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	১১৮,০০,০০০ট
স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	১০,০০০টি
সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	৩,৬৬৪টি
স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	৩০০০টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৫,৯৭৯টি	১৭৮টি
মাদকবিরোধী এ্যাম্বুশ PVC পোস্টার	---	৩২৭৭৫টি
ডিসপ্লে স্ট্যান্ড	---	৩,৭৭৩টি
কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	৩১৭২টি
হ্যান্ড সেনিটাইজার	---	১,০০,০০০টি
কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	১৮৬টি
ভলান্টিয়ার টিম গঠন	---	১৬৮টি
মাদকবিরোধী টকশো	---	২৪টি
প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রদান	---	১৮টি

৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১টি
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত এ নম্বরে ১১৬০টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালতি হয়ে আসছিল	প্রধান কার্যালয়ের বহতল ভবন এবং ০৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজেস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন	১টি	ঢাকা ও চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চলছে। এছাড়া বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেটে ভবন নির্মাণ প্রকল্প ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে।
১১.	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	---	কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণের উদ্দ্যেশে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
১২.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,৯৪,৯৬,০০০/-	১৯৫,১৪,৯১,০০০/-
১৩.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৩,৫৮,০০,৪০২/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ৭৮,৬৫,৩০,০০০/-
১৪.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্যকর ছিল।	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। **প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা** : • “বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯” ২০২০: • “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১” • “মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯”

			'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে : • ১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১। • ২. আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২১। • ৩. লাইসেন্স ও পারমিট ফিস এবং মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২১। • ৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১। • ৫. ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন। • এছাড়া, (ক) বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সংশোধিত বিধিমালা ২০২১ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।
১৫.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তণ	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
১৬.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০.৩৪৮০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখ জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
১৭.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১টি (৫৫ বেড)	১টি (১২৪ বেড)
১৮.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৮ হাজার ২০ জন
১৯.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না	২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
২০.	বেসরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৭০১টি

		লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি	
২১.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আদালা আদালত গঠন।	ছিল না	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রবিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২২.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি ।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ছিল ।	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক (ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ) জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হচ্ছে।
২৩.	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমান :		

মামলা	৭৭৬৪	১,৭১,৩৩টি
আসামী	৭৯৬৬	১৬,২৫৪ জন
ইয়াবা	৪০৫১ পিস	২৭,৯১,৩৯১ পিস
হোরোইন	২১.১৮৯ কেজি	১১.৮৮২ কেজি
কোকেন	০.১৫ কেজি	--
গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৩৮১৫.৭৭ কেজি
গাঁজা (গাছ)	৫০৬ টি	৭২০ টি
ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	৩২,০২০ বোতল
ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	১৮.৮০৮ লিটার
ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ এ্যাম্পুল	২৪,৬৩৫ অ্যাম্পুল
বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	১৮০৬ বোতল

বিধিমালা প্রণয়ন :

'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বিধিমালাসমূহের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে :

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২১।

২. আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২১।

৩. লাইসেন্স ও পারমিট ফিস এবং মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২১।

৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১।

৫. ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন।

এছাড়া, (ক) বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সংশোধিত বিধিমালা ২০২১ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।

প্রশিক্ষণ :

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী	মোট
১ম-৯ম	**১১৪ জন**	**১১৪ জন**
১০ম	১৬১ জন	১৬১ **জন**
১১তম-১৬তম	৯৫৬ জন	৯৫৬ **জন**
১৭তম-২০তম	১০০ জন	১০০ **জন**
মোট	**১৩৩১ জন**	**১৩৩১ জন**

২৮ জুন ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আয়োজিত ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

১৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সেবা সহজিকরণের সক্ষমতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

২৩ নভেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত "আইন ও বিধিবিধান অবহিতকরণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	০৯-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮তম ইকো প্রশিক্ষণ।

রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব :

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
রাজস্ব আদায় (টাকা)	**৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-**	**৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-**	**৭৮,৬৫,৩০,০০০/-**

মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রমের পদ্ধতি : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ-

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)।

চাহিদা হ্রাসে (Demand Reduction) : চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১. **জনসচেতনতায় সবশ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্তকরণ:** মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২. **মাদকবিরোধী প্রচারণা** : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০.০৬.২০২১ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	বিবরণ	২০২০	২০২১
১	মাদকবিরোধী পোস্টার তৈরি ও বিতরণ	--	---
২	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	১১,৯৪৮টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)
৩	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	--	৮০,০০০টি
৪	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	--	১,০০,০০০টি
৫	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	১২৮৬টি	৫,১৪৬টি
৬	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	১৪৩০টি	৪,৩৫৩টি
৭	স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	---	৩০০০টি
৮	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৫৬০টি	১৭০টি
৯	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০টি	
১০	কিয়স্ক বিতরণ	২০০টি	৪৫৬টি
১১	এলইডি বিল বোর্ড বিতরণ	--	
১২	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জ্যামিতি বক্স	২,৩৯,০০০টি	
১৩	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্কেল	২,৩০,০০০টি	
১৪	কার্ড হোল্ডার বিতরণ	--	
১৫	ছাতা বিতরণ	--	
১৬	ব্যাগ বিতরণ	--	
১৭	ক্যাপ বিতরণ	--	
১৮	টিশার্ট বিতরণ-	--	
১৯	কলমদানি বিতরণ	--	
২০	টকশো প্রচার	--	৩০টি
২১	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	--	২৩২টি
২২	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	--	১,০০,০০০টি
২৩	সোসাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	১০০টি
২৪	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	--	২০০টি

৩. **মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ : ২০২০-২১- অর্থবছরে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' সম্বলিত ৩৫ হাজার ৮৬১টি অ্যাম্বুশড পোস্টার, ১ লক্ষ হ্যান্ড সেনিটাইজার এবং ৩২ হাজার ৭৭৫টি পিভিসি পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিধি এবং সুনির্দিষ্ট বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এসব কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।**

মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব
ইয়াবা সেবনে ঃ
স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
কলহ প্রবণতা, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।
গাঁজা সেবনে ঃ
ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
মতিভ্রম হয়।
ফেন্সিডিল/ হেরোইন সেবনে ঃ
পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।
মদ্য পানে ঃ
গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।
ধূমপানে ঃ
মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
ইনজেকশনের মাধ্যমে ঃ
মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।
মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু
সকল মাদক গ্রহণেই স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।
“ জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন ”
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৪. **সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিঃ** মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার ৩৫৩টি, বিভিন্ন কারাগারে ২০০টি ও অন্যান্য স্থানে ৫ হাজার ১৪৬টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ লক্ষ মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ৩ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।

কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম।

- মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান [২০২১ পর্যন্ত] :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
১	২	৫	৬	৭
ঢাকা	৪,৯২১টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৩৩টি	৪,৮৩২টি	১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫,১১৯টি	----	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪,৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩,০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১,৪৯১টি	----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪,৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%
ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২,৪৮৪টি	----	১০০%
মোটঃ	**৩১,১৬৩টি**	**৩১,০৬৪টি**	**৯৯টি**	**৯৯.৬৮%**

৫. **দেশব্যাপী মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন, ডিজিটাল প্রচারণা :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকবিরোধী গতানুগতিক প্রচারণা থেকে বেরিয়ে সৃজনশীল প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জোর দিচ্ছে। এর অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকাসহ সারা দেশে মাদকবিরোধী দেয়াল লিখন কর্মসূচি, ৪৫৬টি ক্রয়কৃত অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিভাইস (কিয়স্ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং দেশের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কারাগারসহ এবং ৫টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুষ্টিয়া) "Full Coloured Outdoor LED Display Billboard" এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।

৬. **ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১টি মাদকবিরোধী থিমসং, ১টি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ এবং ৩০টি টকশো বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিম সং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

৭. **সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম :** সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।

৮. **ধর্মীয় মূল্যবোধ-এর আলোকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম :** মাদকের আগ্রাসন কমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে জুমার নামাজের খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার

ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

সম্মেলনেও এ বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। ইমামদের প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকবিরোধী কী ধরণের বক্তব্য বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং মসজিদে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয় এবং কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে গত ০১.১২.২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরবরাহ হ্রাসে(Supply Reduction) : মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্যনতুন কৌশলও অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি গ্রহণ করেছেঃ

১. দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;

২. মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;

৩. মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;

৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৫. অভিযানিক কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;

৬. মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);

৭. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN, সহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;

৮. দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;

৯. মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;

১০. ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে;

১১. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি স্পিড বোট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। টেকনাফ জোনে মোট ১০টি স্পিড বোট সংযোজন করার অধিদপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পাক্ষিকভাবে ৭২টি ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করা হচ্ছে;

১৩. মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;

১৪. মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

১৫. এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

১৬. সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারী বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধারঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন প্রকার মাদক আটকসহ মাদক অপরাধীদেরকে গ্রেফতার ও মামলা রুজু করে থাকে। ২০২১ পর্যন্ত এ জাতীয় অভিযান পরিচালনার পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে দেখানো হলোঃ

বছর	মামলার সংখ্যা	আসামির সংখ্যা
২০১৭	১১,৬১২	১২,৬৫১
২০১৮	১৩,৭৯৩	১৫,১১৬
২০১৯	১৭,৩০৫	১৮৩৪৬
২০২০	১৭,৩০৪	১৮,৩২১
২০২১	৯৮৮৬	১০৪৭৪

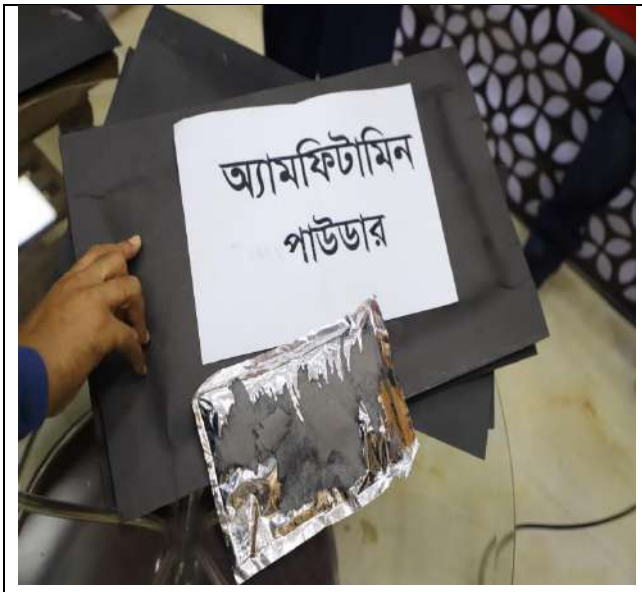

১. ২০২০-২১ পর্যন্ত সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণঃ

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল - বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল - লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০২০	-	৩০,৬৩২২	২৯.৭	৮.৯৫০	২৩১৭	২৭৪২.২৫০কেজি ২৬৪টি	২১০৮৫	২০,২৬,৪৯৮
২০২১	-	১০,৬২০	১.১০৮	৬.৪২১	৮৯০	১৯৪৩.৮২ কেজি ৫৫৩টি	১১,০৪২	১২,২১,৮৫১

নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক ২০২০-২১ পর্যন্ত সময়ে আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্যের বিবরণঃ

সাল	কোকেন (কেজি)	কোডিন (ফেন্সিডিল - বোতল)	কোডিন (ফেন্সিডিল - লিটার)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
২০২০	৩.৮৯৩	১০০৭৯৭৭	১২৯.৪	২১০.৪৩৮	১৩২৫৩৯	৫০,০৭৮.৫৪৯	১২৪৬০৮	৩৬৩৮১০১৭
২০২১	.৫৮	৩,৫০,২৪১	৯৭.৬০৮	২১১.১২৭	১,০৯,৩৩৭	৩৬৪০৯.২	৪৬০৮৩	২৩৪০২১১৫

৩. ২০২০-২১ পর্যন্ত পরিচালিত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যানঃ

সাল	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	গ্রেফতারের সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা
২০২০	২৩১৯৩টি	১০৪৭১ টি	১০৪৯৮ জন	১০৪৯৮ জন
২০২১	১৩৯০৫টি	৫৯০০টি	৫৯০২ জন	৫৯০২ জন

৪. ২০২০-২১ পর্যন্ত দায়েরকৃত মাদকঅপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ :

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামি			বিচারাধীন মামলা
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	মোট	
২০২০	৩১০(৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩(৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬	
২০২১	১৫৯ (৪৬%)	১৯০	৩৫৯	১৭৬ (৪৭%)	২০৬	৩৮২	

বিভিন্ন প্রকার মাদকের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক :

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
১.	ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice) ক-শ্রেণির মাদক	Methyl Amphetamine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • ক্ষুধামন্দা • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
২.	এলএসডি (LSD) খ-শ্রেণির মাদক	Lysergic acid Diethylamide (precursor)	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • অলীক ভাবনা • বিষণ্নতা • আত্মহত্যার প্রবণতা • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।
৩.	ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies Cake) খ-শ্রেণির মাদক	গাঁজার নির্যাস (extract) হতে তৈরি	• স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া • জননাঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি
৪.	খাত (Khat) খ-শ্রেণির মাদক	Cathine & Cathinone	• ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা সৃষ্টিকারী • ওজন হ্রাস • স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি
৫.	ফেনইথাইলএ্যামিন (Phenethylamine) খ-শ্রেণির মাদক	Methamphetamine এর raw materials	• মস্তিষ্ক বিকৃতি • নিদ্রাহীনতা • খিঁচুনি • রক্তচাপ বৃদ্ধি • অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন • হার্ট অ্যাটাক • ঘুমের ব্যাঘাত • কিডনি বিকল • ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
৬.	সিসা (Shisha) খ-শ্রেণির মাদক	Nicotine	• যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • স্ট্রোক • মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার • মুখে ঘাঁ • শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
৭.	হেরোইন (Heroine) ক-শ্রেণির মাদক	Diacetyl Morphine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • লিভার ক্যান্সার • ফুসফুস ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • অবসাদ • দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান • ওজন হ্রাস
৮.	কোকেন (Cocaine) ক-শ্রেণির মাদক	Erythroxylum novogranatense	• শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন • স্ট্রোক হয়, • হার্ট অ্যাটাক • নিদ্রাহীনতা • মাথা ঘোরা • আত্মহত্যার প্রবণতা • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
৯.	ইয়াবা (Yaba) ক-শ্রেণির মাদক	Methyl Amphetamine	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • সহিংস আচরণ • ক্ষুধামন্দা • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • ফুসফুস ক্যান্সার • হার্ট অ্যাটাক

ক্রম	মাদকের নাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	উপাদান	ক্ষতিকর প্রভাব
			• উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসইত্যাদি
১০.	গাঁজা (Cannabis) খ-শ্রেণির মাদক	Tetrahydrocannabinol	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার • স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয় ইত্যাদি।
১১.	ম্যাজিক মাশরুম (Psilocybin) খ-শ্রেণির মাদক	Psilocybin mushroom	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে • মাথা ব্যাথা • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন • উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অলীক ভাবনা
১২.	ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) ক-শ্রেণির মাদক	Codeine Phosphate	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • কিডনি বিকল • লিভার ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মদান

ক্ষতি হ্রাসে (Harm Reduction) কার্যক্রম :

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্তকে ব্যক্তির ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভূগতে হয়।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৭০১টি বেড রয়েছে।

- সাম্প্রতিক সময়ে জানা যায় কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গো-কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাদক পাচার করছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানিতেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়ন করতে ঢাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর প্রতিনিধি, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে এ বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সচেতনা তৈরি করতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গো ব্যবহার করে অবৈধ মাদক পাচাররোধ শীর্ষক কর্মশালা।

১. আধুনিক নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ :

- দেশের মাদকাসক্তদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, যার বর্তমান বেড সংখ্যা ১৯৯টি। এছাড়াও সরকারিভাবে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে ৪৫টি জেলায় ৩৬৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

- সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে রোগীদের থাকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। এমনকি সব সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিশেষ কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও অভিভাবকদের সচেতনতা খুবই জরুরি।

- ১৯৮৮ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ২৫ শয্যার একটি নন-পেয়িং ওয়ার্ড এবং গুলশান এলাকায় ১৫ শয্যার একটি পেয়িং ওয়ার্ড সম্বলিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯০ সালে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত মাদকাসক্তি নিরাময়

কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার বেড সংখ্যা ছিল ৪০টি। তন্মধ্যে ২৫টি নন-পেয়িং এবং ১৫টি পেয়িং। ১০.১২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের চিকিৎসার জন্য ১০টি বেড বৃদ্ধি করে এটিকে ৫০ বেডে উন্নীত করা হয়। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ৫০ বেডের নিরাময় কেন্দ্রকে ১০০ বেডে উন্নীত করা হয়। নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সুবিধাসহ বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ১২৪ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল ও সিলেটে বিভাগে সরকারিভাবে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে ৪১ জনবলের মঞ্জুরি পাওয়া গেছে।

২. বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৬.০৩.২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে ৯১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩৭টি নিরাময় কেন্দ্রকে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২১.০৬.২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নে সরকারি অনুদান প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব, জনাব মো: মোকাব্বির হোসেন ।

৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৩১-৬৫৪০৬১	

৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৭২১-৭৬০২১৮	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সিং হোম ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০৪১-৭২১১৪৯	

মাদকাসক্ত যে কোনো ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে দরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে এবং অন্যান্য মাদকাসক্তদের স্বল্পমূল্যে আবাসিক ও অনাবাসিক চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে আন্তঃবিভাগে ৭ হাজার ৪২৫ জন এবং বহি:বিভাগে ১০ হাজার ৮৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৪.০৬.২০২০ তারিখে সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত কর্মশালা

৪. সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীদের পরিসংখ্যান :

সাল	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫

৫. বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা :

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬

৬. মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা প্রদান : মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৭

হাজার ৯৫২ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১ হাজার ৭৭৯ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭. ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১হাজার ৬৬২ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৬ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ৪৯তম ব্যাচে ৪২ জনকে ১০ দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্য থেকে ৩৮ জন মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ৪২ জন অংশগ্রহণ করেন।

ইকো প্রশিক্ষণ

৮. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহ্ছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহ্ছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০৬ জন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ : অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা ফি-তে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মাদক মামলার নমুনার পরীক্ষার রিপোর্ট প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ জাতীয় ১৫ হাজার ৮৭২টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

১. মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালু হয়েছে।

২. মাদকদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Dectecting Device ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার ব্যতীত অপর ৭টি বিভাগের প্রতিটিতে ১১ জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।

৩. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৫. মাদকদ্রব্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষণের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের 'ড্রাগ টেস্টিং কিট বক্স' আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬. পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট মেন্যুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৬.১ ২০২০-২১ পর্যন্ত অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো :

সাল	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০২০	২১৩৯৮	০০	২১৩৯৮
২০২১	১৪৭৫	০০	১৪৭৫

বহি:বিশ্বের দেশ ও সংস্থার সাথে অধিদপ্তরের কার্যক্রম :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । যেমন-

১. ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সির মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ বৈঠক ১০-১১ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এ পর্যন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইয়াংগুনে, দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ২০১৫ সালের ৫-৬ মে ঢাকায় এবং তৃতীয় সভা ২০১৭ সালের ২০-২২ আগস্ট তারিখে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

The 4th Bilateral Talks (Online Platform-Zoom) between DNC, Bangladesh and CCDAC, Myanmar on 15 December, 2020

৩. বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ২০১৩ সালে The Supreme Prosecutors Office (SPO), Republic of Korea-এর Narcotics Division বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতামূলক আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দুই দেশের দুই নোডাল এজেন্সির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় Republic of Korea মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সরবরাহ ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বহুমূখী সহযোগিতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে KOICA-এর সহযোগিতায় "The Illicit Drug Eradication and Advance Management through IT (I DREAM it)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৭টি সেবাকে অনলাইনে প্রদানের কার্যক্রম চলছে।

৪. ১৯৯৫ সালে ইরাকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। ২০১৩ সালে নয়াদিল্লীস্থ যুক্তরাষ্ট্রের DEA অফিসের সাথে MoU সম্পাদন হয়েছে। এ সকল চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যেরভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাদক নির্মূলে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

১. মাদকবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি পুনর্গঠনঃ মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৮.১১.২০১৯ তারিখে বিদ্যমান কমিটিসমূহকে হালনাগাদ করে (ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ) জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর নিয়মিত সভা হচ্ছে।

২. এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি এবং কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচার বিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। বর্ণিত কমিটি সময়ে সময়ে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে।

৩. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। মূলত নৌপথে নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ি ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবা অনুপ্রবেশ রোধকল্পে স্থাপিত 'টেকনাফ বিশেষ জোন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ২টি স্পিড বোট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭.১২.২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। এ আইনে মাদক ব্যবসার নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা রয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের আওতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২০২-১ অর্থবছরে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ২১ হাজার ১৭২টি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে আদালতের পেন্ডিং মামলার সংখ্যা হ্রাসে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের বিধান রাখা হয়েছে।

৪. ইন্টারোগেশন ইউনিট স্থাপন, ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, উন্নত গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নৌ ইউনিট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড ইউনিট স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন ল্যাব স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। জুলাই, ২০১৭ হতে এ পর্যন্ত রিপিটার-২৫টি, কম্পিউটার-১৬৮টি, ল্যাপটপ-১২টি, প্রজেক্টর-২টি, গাড়ি-৮৭টি, টাওয়ার নির্মাণ-৪টি এবং সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক

পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে"মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১" ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদান করেন।

৬. ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি যাচাই বাছাইক্রমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ৮ জুলাই পিইসি সভার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

৭. ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে । ৮ জুলাই পিইসি সভার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

৮. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় .২০৩৪৮০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ০৮.০৩.২০২১ তারিখ জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই, ২০২০- জুন, ২০২৫)

সপ্তম পরিকল্পনার সময়কালে সরকার মাদকবিরোধী অভিযানে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল উপাদান হিসাবে রয়ে গেছে। সুতরাং 8FYP এর আওতায় সরকারের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

কর্ম পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
• এটি দেশে মাদকের সহজলভ্যতা ও ব্যবহার হ্রাস করতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে (ডিএনসি) আরও জোরদার করবে। বিশেষত, সীমান্তে মাদক পাচার বন্ধে শক্তিশালী নজরদারি দল তৈরি করা হবে, যাতে অঞ্চলগুলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মাকদ প্রবেশের জন্য সহায়তা সরবরাহকারী চেইনগুলি ব্যাহত হয়;	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে জনবল ১৭১৩ হতে ৩০৫৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • প্রতিটি জেলায় সরবরাহের জন্য ৩৪টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় করা হয়েছে। • ইয়াবা পাচার রোধে টেকনাফে একজন উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে ২৯ জনবলের সমন্বয়ে বিশেষ জোন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া UNODC-এর সহায়তায় ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।

	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা (জুম-অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশ-ভারত মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২১ এ অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
• শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক ব্যবহারের বিরূপ পরিণতি বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বেসরকারী ও পাবলিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই সচেতনতা বাড়ানোর প্রচারকে জোরদার করবে;	• শিক্ষার্থীরা যাতে মাদক ব্যবহারের বিরূপ পরিণতি বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে - বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদেরমাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। • উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
• দেশে মাদকাসক্তদের সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা ও কার্যকর পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনে সরকার এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব তৈরি করবে।	• দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা। • বেসরকারি মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)

SDG Implementation Review

Targets and Indicators	Baseline Data (Year) 2012	Milestone for 2021	2020-2021	Source of Data	Remarks
Target 3.5: Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol **Indicator:** 3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, psychosocial and rehabilitation and aftercare services) for substance use disorders	9908	39,000	37033	Government and Private drug treat-ment Centers all over the country.	Yearwise number of patients mentioned, who were under the coverage of treatment interventions for substance use disorder.

Indicator: 3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the national context as alcohol per capita consumption (aged 15 years and older) within a calendar year in litres of pure alcohol.	-	-	0.041 (Ltr)		Alcohol consumption is very restricted in Bangladesh. Only foreign people, Bangladeshi permit holder, non-muslims and doctor prescribed sick Muslims are allowed to drink alcohol. Because of corona pandemics, bars were closed from April, 2020 to June-2020. And so there is alcohol consumption in 2020-2021 (FY).

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা :

১) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ছাড়াও সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের আওতাভূক্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে উক্ত কেন্দ্রের সেবার মান বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন;

২) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও নার্স পদায়ন করা হবে;

৩) প্রতি মাসে কর্মর্তাদের জেলাভিত্তিক তাঁর অধীন অফিসসমূহ পরিদর্শণের জন্য প্রমাপ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন মাসিকভিত্তিতে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নিরাময় কেন্দ্রের মান উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৪) মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ার্ড সংরক্ষণ ও জনবল পদায়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নিম্নরুপে ১টি কমিটি গঠন করা হয় :

ক) অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ -আহবায়ক

খ) পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর -সদস্য

গ) পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট -সদস্য

ঘ) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি -সদস্য

ঙ) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধি -সদস্য

চ) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারীর প্রতিনিধি -সদস্য

কর্মপরিধিঃ

১) গঠিত কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে বিদ্যমান আইন/বিধি পর্যালোচনা করে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ একটি স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

২) এই সাথে কমিটি দেশে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাস্তবায়নঃ

৭ **মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি/পরিকল্পনা :** Domicile, citizenship and naturalisation of foreigners and aliens.

- Admission of persons to and departure of persons from Bangladesh including policies regarding (a) Immigration, (b) Passports, visa, permits, etc
- Prisons and reformatories.
- Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division. Prevention of entry and transit of Narcotics and Drugs.
- (১.৫.১) মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ এবং বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন; (২.১.১) বাংলাদেশে আগত বিদেশী নাগরিকবৃন্দের ভিসার শ্রেণি পরিবর্তনকরণ; (২.২.১) বিদেশী নাগরিকবৃন্দের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান; (২.৯.১) বিভাগীয়/ আঞ্চলিক অফিসের পাসপোর্ট/ই-পাসপোর্ট ইস্যু কার্যক্রম পরিদর্শন;

৮ **এসডিজি Goal-৩:** Ensure healthy lives and promote well-being for all at all stage. Target-3.5: Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol.(৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.২.২) সরকারি/বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদান।

৯ **নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮: মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা;**

- মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বাড়ানো;
- ই-ভিসা চালুকরণ। (৪.২.১)সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; (৪.৪.১) আটককৃত ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ।

ইনোভেশন (Innovation):

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	উদ্যোগের বিবরণ
১	প্যাথেডিন/মরফিন প্রাপ্তি স্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ	দেশের বিভিন্ন জেলায় কোকন প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর অনুকূলে প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স রয়েছে তা সংশ্লিষ্ঠদের জানা থাকে না। জরুরিভিত্তিতে এ ঔষধের প্রয়োজন হলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং খরচ বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণে অধিদপ্তর থেকে জেলাভিত্তিক প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগ নম্বর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। ফলে জরুরি প্রয়োজনে ন্যায্যমূল্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর নিকট হতে তা সংগ্রহণ করতে পারবে।

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	উদ্যোগের বিবরণ
২	অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন নারকোটিক্স	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর এক/একাধিক ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা হবে। ভিডিও শেষে নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিজয়ীকে অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য এবিষয়ে 'মুক্তপাঠে' বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ২৭টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে।
৩	মাদকবিরোধী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ ধরণের সচেতনতা সৃষ্টিতে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে স্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন, ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে প্রদানকৃত অনুদান কার্যক্রম মূল্যায়ন ইত্যাদি। ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

০৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন।

উত্তম চর্চা (Best Practices):

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন: দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কূফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কাযক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ২০০টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ডোপটেস্ট: উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

৩. অস্থায়ী চেকপোস্ট: দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১৫৯৭টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৪. প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন : প্রতিবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপকারভোগী :

ক্রম	শিরোনাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	উপকারভোগী
১	৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ	• বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণকে নিকটতম/সুবিধাজনক স্থান থেকে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ। • প্রস্তাবিত ০৭ (সাত)টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দেশের মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।	মাদকে আসক্ত রোগীদের একটি বিশাল অংশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ
২	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি	• আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, সদরদপ্তর, নিরাময় কেন্দ্র এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগারসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কার্যালয়সমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।	সকলস্তরের প্রকৌশলীসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি

		• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার মাধ্যমে অধিদপ্তরের সেবাসমূহ দ্রুত সহজীকরণ করা।	
৩	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	• মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য বর্তমান ১০০ শয্যার ডি-এডিকশন কার্যক্রমসহ অতিরিক্ত ১৫০ শয্যার পুনবাসন কার্যক্রম চালু করা। • বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদাণের লক্ষ্যে অত্র কেন্দ্রটিকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসাত্তোর পুনর্বাসনে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেম- কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ওয়েব ডিজাইন, ইলেক্ট্রিকাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মক্ষম জনবলে পরিণত করা। • মাদকাসক্ত রোগীদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন, মিউজিক, আর্ট ইত্যাদি সুবিধা প্রদানে মাধ্যমে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনা। • লাইব্রেরী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় সম্পৃক্ত করা।	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের আওতা বৃদ্ধি পাবে।
৪	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন	• মাদক সনাক্তকরণের মাধ্যমে অবৈধ মাদক পাচার রোধ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করা। • মাদক মামলা নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ

		• অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিও অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণ সংগ্রহের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি। • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে সহায়তা করা। • দেশের তরুণ সমাজকে মাদকের বর্তমান ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রোধকল্পে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে জোরালো ভূমিকা রাখা।	

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর চ্যালেঞ্জসমূহ :

১. **প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকায়ন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ করা।

২. **জনবল :** অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাব রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৩০৫৯ জন থাকলেও বর্তমানে কর্মরত ১,৩৩১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এনফোর্সমেন্টের জন্য কর্মরত জনবল ৮৬৬ জন। দেশে মাদকের ব্যাপকতা ও প্রাদুর্ভাবের তুলনায় অধিদপ্তরে জনবলের স্বল্পতা রয়েছে।

৩. **সমন্বয় :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আন্তঃবাহিনী ও সংস্থার সমন্বয় নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয় জড়িত। এদের মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন।

৪. **নতুন মাদক :** প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটছে। সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস (ইয়াবা, কিটামিন, ক্রিস্টাল ম্যাথ, এলএসডি)-এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গবেষণা সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক ঠেকাতে এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা হয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধের কৌশল নিয়েও কাজ করছে।

৫. **ইয়াবার আগ্রাসন :** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ তথা দেশবাসীর জন্য বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইয়াবা নামক মাদকটির প্রসার রোধ করা। এর বিস্তার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ঘটেছে। ইয়াবা বহন করা সহজসাধ্য, বিধায় এর বিস্তার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইয়াবার প্রসার ঘটেছে। শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও ইয়াবায় আসক্ত হচ্ছে এবং ইয়াবা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

৬. **লজিস্টিক :** ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, মোবাইল ট্রাকার, জলপথের লজিস্ট্রিক সাপোর্ট, উন্নত মানের ড্রাগ ডিটেকশন স্ক্যানারের অভাব।

৭. **রোহিঙ্গা সমস্যা : বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা ইয়াবার প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।**

৮. **মাদক পাচারে অভিনব কৌশল : মাদক পাচারের ক্ষেত্রে শিশু কিশোর, নারী ব্যবহারের পাশাপাশি অভিনব কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার।**

অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণঃ

স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিদপ্তরের যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রয়াসে সাংগঠনিক কাঠামো যুগোপযুগি করা।

২. অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন এর আওতায় আনা।

৩. অধিদপ্তরের সংযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে স্ট্রাইকিং ফোর্স-কে কার্যকর করা।

৪. অধিদপ্তরের শূন্যপদে নিয়োগ প্রদান;

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে মাদকবিরোধী কর্মশালার আয়োজন;

৬. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ মোবাইল ট্র্যাকিং সুবিধা পাওয়ার জন্য অধিদপ্তরকে বিটিআরসির সংশ্লিষ্ট শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় আলাদা মোবাইল ট্র্যাকিং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা;

৭. 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা চূড়ান্তকরণ;

৮. উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট **পুরোপুরি** চালুকরণ; এবং

৯. কারাগারে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা।

মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. মাদকের অপব্যবহার ভিত্তিক মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি ফিলার, প্রামাণ্য চিত্র ও মাদকবিরোধী অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;

২. মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে সম্পৃক্তকরণ;

৩. মাধ্যমিক হতে তদুর্ধ্ব পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন;

৪. অধিদপ্তরের অপারেশন ও গোয়েন্দা শাখার আধুনিকায়নঃ গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বিভাগের সহায়তায় অধিদপ্তরের সকল এনফোর্সমেন্ট সদস্যকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়া ও ডাটাবেজ তৈরির জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা;

৫. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন ।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনাঃ

১. অধিদপ্তরকে আধুনিক ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা;

২. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত কমিটির ফোকাল পয়েন্ট শিক্ষককে মাদক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. ৭টি (রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ) বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

৪. প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং

৫. বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের জরিপ করা।

মাদকসমস্যা ও সমাধানে করণীয়ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকে মাদকমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে মাদককে এখন ভয়ঙ্কর বিপদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গভীর এই বিপদ রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা যাবে না। সমূলে উৎপাটন করাও সহজ নয়। তবে বাস্তবভিত্তিক ও কৌশলী পদক্ষেপে মাদক সমস্যা নিরসনে দ্রুত সাফল্য আসতে পারে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ-

১. **বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান :** মাদক আগ্রাসন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের মতো উন্নত দেশগুলোর আদলে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে। সারকথা হলো, এ অধিদপ্তরকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে হবে;

২. **স্ট্রাইকিং ফোর্স :** অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীয় শহর এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহে র‍্যাব-এর মতো স্ট্রাইকিং ফোর্স সৃষ্টি করা যেতে পারে;

৩. **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ :** জনসচেতনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে এনজিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪. **মিডিয়ার ভূমিকা :** ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত করা;

৫. **জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র :** মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলায় আন্তর্জাতিক মানের নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে;

৬. **সীমান্ত ও সেফটি নেটওয়ার্ক :** সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারে জড়িত অতি দরিদ্রদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেফটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা;

৭. **একাডেমিক শিক্ষা :** পাঠ্যবইয়ে আরও গুরুত্ব দিয়ে মাদকের উপর বিষয় সন্নিবেশ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক আগ্রাসনের মতো বহুমুখী ও জটিল একটি সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে । প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছেন। ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। কিন্তু শুধু আইনের প্রয়োগ করে কোনো একক সংস্থার পক্ষে এ জটিল সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অধিদপ্তর সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। ব্যাপক পরিসরের এ কার্যক্রম আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, কর্মীদের দক্ষতা ও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সবার আন্তরিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তাহলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকমুক্ত দেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে।